ধুঁকে চলা সরকারি শিশু হাসপাতাল ও একজন ডাক্তার জামিলের গল্প…….

শহর থেকে একটু দূরে একটা হাসপাতাল। হাসপাতাল চত্বরে নানান বয়সী উদ্বিগ্ন মানুষের ভিড়। বেশির ভাগ মানুষের চেহারায় দারিদ্র্যের চিহ্ন স্পষ্ট থাকলেও তাঁরা আশাহত নয়। ভিড় করা মানুষেরা তাঁদের শিশু সন্তানদের নিয়ে এসেছেন এখানে।

মাত্র তিনজন চিকিৎসক মানুষের এই আশার কারণ। আর এই তিনজনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন একেবারে সামনে থেকে যেই মানুষটি সে এলাকায় ডাক্তার জামিল নামেই পরিচিত। ভালো নাম ডাক্তার আলী হাসান ফরিদ।

যতোটা আশা নিয়ে মানুষ এখানে আসে আর যতোটা খুশী নিয়ে তাঁরা ফেরত যায়, এই হাসপাতালের সামর্থ্য মোটেও তেমন নয়। শুরু থেকেই নানা সমস্যার মধ্যেও শিশুদের সেবা দিয়ে চলেছে ঝিনাইদহ জেলা শহরের ২৫ শয্যা সরকারি শিশু হাসপাতালটি।



বড়ো অদ্ভুত ভাবে চলে এই সরকারি হাসপাতালটি। অর্থের অভাবে হাসপাতাল চত্বরে আবাদ করা হয় কলা। আর সেই কলা বিক্রির টাকা ও কিছু মানুষের অনুদানে চলে এই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা। সরকারী উল্লেখযোগ্য কোন বরাদ্দ না থাকায় চিকিৎসা সেবায় প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস কিনতে হয় মানুষের অনুদানের টাকায়।

হাসপাতালটির নিজের স্বাস্থ্য ভালো নাহলেও প্রতিদিন বহির্বিভাগে গড়ে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো রুগী চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকে আর আন্তঃবিভাগে ৬০ জনের বেশি শিশু চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে।

লোকবলের বড্ড অভাব এখানে। চিকিৎসকের পদ আছে ৫ টি। চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন ৩ জন। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফি), প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও স্টোরকিপারের পদ কাগজে থাকলেও সেখানে কোন লোক নেই। ২১ নার্স পদের বিপরীতে আছেন ১৭ জন নার্স কিন্তু এমএলএসএস, ওয়ার্ড বয়, আয়া, মালি, নিরাপত্তাপ্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কোন পদই নেই।

এ যেন নুন আনতে পান্তা ফুরানো এক স্বপ্নের গল্প। এই মুহুর্তে এই হাসপাতালের জন্য প্রায় তিনলক্ষ টাকা দরকার শুধু অক্সিজেন সিলিন্ডার কেনার জন্য। কিভাবে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এতো অনিশ্চয়তার পরও ডাক্তার জামিল ও তাঁর টিম এই যুদ্ধে হারতে চাইনা। ওঁরা বিশ্বাস করে কেউ না কেউ একদিন ঠিকই এগিয়ে আসবে আর তাঁর ছোঁয়া পেয়ে তরতরিয়ে চলবে চিকিৎসাসেবা।

লেখক: উন্নয়নগবেষক

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জেলা বিএনপি’র আয়োজনে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মাদ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন সাতু, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা খাতুন, পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনিসহ বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতারা সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে তাদের সমর্থন কামনা করেন।

মেহেরপুরে বাঁধাকপি ও ফুলকপি চাষীরা দিশেহারা

মেহেরপর একটি সবজি খ্যাত জেলা। এ জেলার চাষিরা সারা বছরই বিভিন্ন সবজির আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জেলার মানুষের অর্থকরী ফসল বিভিন্ন সবজি। এবছরেও ব্যাপক পরিমাণে সবজির চাষ হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি হয়। কিন্তু বর্তমানে সবজির বাজার দর খুবই কম। উৎপাদিত সবজির কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন জেলার চাষিরা। পরিবহন ও শ্রমিক খরচের টাকাও উঠছেনা সবজি বিক্রি করে।

ক্রেতা কম থাকায় অধিকাংশ সবজিই নষ্ট হচ্ছে জমিতে। এতে ভালো নেই সবজি চাষি ও বিক্রেতারা। চাষিরা বলছেন, বাজারেও দাম নেই,পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আসছেনা। জমিতে নস্ট হচ্ছে বাঁধাকপি ও ফুলকপি।

কৃষি বিভাগ বলছেন, একই সাথে মেহেরপুরসহ সারা দেশের শীতকালের সবজি উঠতে শুরু করেছে তাই এমন দরপতন।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জেলায় এবছর ফুলকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১২০ হেক্টর, বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৬০ হেক্টর

এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন মাঠে ১৬০ হেক্টর ফুলকপি এবং ১৫৫ হেক্টর বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার সদর বাজারসহ বেশকটি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাজারে বাঁধাকপি, ফুলকপির ভরা মৌসুম। মাঠে রয়েছে চিচিংগা, করল্লা, টম্যাটো, বেগুন, ঢেঁড়স, আলু, কুমড়া, মিষ্টি কুমড়াসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজি । কিন্তু সবজির তুলনায় ক্রেতা কম। এতে অধিকাংশ কাঁচামাল নষ্ট হয়ে লোকসানে রয়েছেন বিক্রেতারা। গাংনী বাজারের কয়েকজন সবজি বিক্রেতা জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেচাকেনা করতে হচ্ছে। বাজারে সবজির দামও কমেছে, ক্রেতার সংখ্যাও কমেছে। এতে সবজি নষ্ট হচ্ছে। লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসসয়ীহ চাষিদের।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষিরা জানান, একবিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েতে ২৫ হাজার টাকা। সাথে রয়েছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ।

এখন এক বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এতে ট্রাক ভাড়া ও শ্রমিক খরচের টাকা হচ্ছনা। আগামীতে সবজি চাষ করবেননা বলেই হতাশা ব্যক্ত করেন চাষিরা।

ফুলকপি চাষি সাহারবাটি গ্রামের ইদ্রিস আলী,রুহুল আমীন,জহুরুল ইসলাম,সামিউল আলম জানান,অনেক আশা নিয়ে ফুলকপি ও বাঁধাকপির আবাদ করেছিলাম। ফলনও হয়েছে ভাল। মাঠজুড়ে শুধু কপির জমি দেখা যায়। একেকটি কপির ওজন হয়েছে দেড় থেকে দুই কেজি। এখনও বিক্রি করতে পারিনি। জমিতে অনেক ফুল ফুটে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো উপাই না পেয়ে বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারে ৪/৫ টাকা পিচ বিক্রি করতে হচ্ছে। ঢাকা, চট্রোগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে পাঠিয়েও কোনমতে ট্রাক ভাড়া হচছে। ঘর থেকে শ্রমিক খরচ দিতে হচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকান থেকে ধার দেনা করে আবাদ করছি। বিক্রির পর দেনা পরিশোধ করবো। কিন্তুু সে আশায় ভাটা পড়েছে। অনেক টাকা দেনা পরিশোধ করতে হলে সমিতি থেকে ঋন করতে হবে।

কাথুলী গ্রামের সোলাইমান হোসেন বলেন,বাঁধাকপি কয়েক সপ্তাহ রাখা গেলেও ফুলকপি বিক্রির উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে বিক্রি করতে হয়।তা নাহলে ফুল ফুটে গেলে বিক্রির অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আমার এক বিঘা জমির ফুলকপির বিক্রি করতে না পারায় জমিতে নস্ট হচ্ছে।

সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাঁধাকপি চাষি পারভেজ বলেন, আমার দুই বিঘা জমির বাঁধাকপি বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ক্রেতা নেই। পরিবহন খরচ না হওয়ায় বাইরের বাজারেও পাঠাতে পারছিনা। অনেক কপি পাখিতে ঠুকরিয়ে নস্ট করছে। সব খরচ ও শ্রম সবই বৃথা।

পাইকারি ব্যবসসয়ী আবুল বাসরা,আঙ্গুর আলী ও জিয়াউল ইসলাম বলেন, আমরা প্রথম প্রথম চাহিদা অনুমান করে প্রতিবিঘা জমির বাঁধাকপি ৬০ হাজার ও ফুলকপি ৭০ হাজার টাকায় কিনে রেখেছি। এখন আর বিক্রি করতে পারছিনা। ঢাকা,সিলেট,চট্রোগ্রাম, বরিশালে পাঠানো হলেও চালান ঘুরছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃঞ্ষ হালদার বলেন, প্রতিবছর এ মৌসুমে মেহেরপুরে ব্যাপক ভাবে বাঁধাকপি ও ফুলকপির আবাদ হয়। হঠাৎ দরপতন হয়েছে। তবে আমরা বিভিন্ন জেলায় যোগাযোগ করছি সবজি বিক্রির জন্য।

গাংনীতে জামায়াতের শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর গাংনী পৌর শাখার ৮ নং ওয়ার্ডের এক কর্মী শিক্ষা শিবির (টিএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী পৌরসভার ৮ নম্বর জামায়াতের সভাপতি হাসান সাঈদ সরোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত টি এস এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডাঃ রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর সদর জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, জেলা কর্মপরিষদ ও সূরা সদস্য নাজমুল হুদা।

এ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর জামায়াতের বাইতুলমাল ও রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা জিল্লুর রহমান, ৮ নম্বর ওয়ার্ড সেক্রেটারি মোঃ মনিরুল ইসলাম, ৭ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ তমিজ উদ্দিন প্রমুখ।

মেহেরপুরে হিন্দু,বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে বিএনপির

মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ পুজা উৎযাপন পরিষদ ও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলার শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে জেলা বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ডিসেম্বর)বিকালে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক মাধবচন্দ্র ভাস্করের সভাপতিত্বে এবং পুজা উৎায়াপন পরিষদের সদস্যসচিব ডঃ অশোক চন্দ্র বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ্যাডঃ কামরুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ ও জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুজা উৎযাপন পরিষদের আহবায়ক সনজিৎ পাল বাপ্পি, জেলা হিন্দু,বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সদস্যসচিব সুব্রত সাহা বাপ্পা, ঐক্য পরিষদের উপজেলা সভাপতি বাসরী মোহন দাস, উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্রাচার্য, পৌর পুজা উৎযাপন পরিষদের সহসভাপতি বিজয় দাস, পুজা উৎযাপব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তরুন কুমার বিশ্বাস,পুজা উৎযাপন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অপুর্ব কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক শিপন কুমার বিশ্বাসসহ হিন্দু, বৌদ্ধ,ও খ্রিষ্টান, ঐক্যপরিষদের,নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে হিরন শেখ (৩৫) নামে এক যুবক নিহত

হয়েছেন।বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহত হিরন শেখ চুয়াডাঙ্গা দৌলতদিয়ার দক্ষিণপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) জগদীশ চন্দ্র বসু এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী রকেট মেইল ট্রেনে দুপুরে ২টার দিকে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে তার নাম হিরন বলে জেনেছি। তিনি পেশায় অটোরিক্সা চালক ছিলেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, নিহত হিরন কিছুদিন আগে সৌদি আরব থেকে জেল হাজত খেটে বাড়ি আসে। বাড়ি আসার পর থেকেই হিরন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়। সে অটোরিকশা চালক হিসেবে জীবনযাপন করতো বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মস্তক বিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আন্ত:ক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের মানববন্ধন

মেহেরপুরে কৃত্য পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় গঠন, জনবান্ধব জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠা, আন্ত:ক্যাডার বৈষম্য নিরসন, উপসচিব পদে কোটা পদ্ধতি বাতিল এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারকে ক্যাডার বহির্ভূতকরণ সুপারিশ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে মেহেরপুর জেলা আন্ত:ক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

মানববন্ধনে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর

আবদুল্লাহ আল আমিন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয়কৃষ্ণ হালদার, জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামান জেলা মৎস্য অফিসার, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবদুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা

বিএনপি কর্মী হত্যা: কুষ্টিয়ার সাবেক এসপি কারাগারে

কুষ্টিয়ায় বিএনপির কর্মী সুজন মালিথাকে গুলি করে হত্যার মামলার প্রধান আসামি কুষ্টিয়ার সাবেক পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে কুষ্টিয়া সদর আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা সুলতানার আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উপপুলিশ কমিশনার তানভীর আরাফাত সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি খুলনার খালিশপুর উপজেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিহাবুর রহমান শিহাব বলেন, সাবেক এসপি তানভীর আরাফাত পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা রয়েছে। কীভাবে, কোথা থেকে, কখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি পুলিশের এই কর্মকর্তা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর নিহত সুজনের রাজনৈতিক বড় ভাই সুজন হোসেন (৪২) বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় মোট ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ১০-১২ জনকে।

নিহত সুজন মালিথা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার টাকিমারা গ্রামের ইসমাইল মালিথার ছেলে। মামলার বাদী সুজন হোসেন কুষ্টিয়া শহরের মিললাইন এলাকার লালন শাহ সড়কের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

মামলার বাদী সুজন হোসেন এজাহারে উল্লেখ করেন, ‘আমার দলীয় ছোট ভাই বিএনপির সহযোদ্ধা সুজন মালিথা নিয়মিত বিএনপির বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে নেতাকর্মীদের উৎসাহ প্রদান করতো। যার কারণে আসামিদের কাছে সুজন মালিথা শত্রু হিসেবে পরিণত হয়। আসামিরা আমার দলীয় ছোট ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

তারই জের ধরে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথা বিএনপির প্রোগ্রাম শেষ করে রাতে নিজ বাড়িতে প্রবেশ করলে ২০১৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে আসামিরা সবাই মিলে তার বাসায় প্রবেশ করে এবং তাকে জোরপূর্বক বাসা থেকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়।

পরবর্তীতে আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন তাকে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানতে পারি যে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে উল্লিখিত আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথাকে বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১টা ৩০ মিনিটে কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মোল্লাতেঘরিয়া পূর্ব ক্যানালের পাড়ে গুলি করে হত্যা করে।

অতঃপর আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন আসামিদের কাছে উপস্থিত হয়ে সুজন মালিথাকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো সদুত্তর না দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেয়।

পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত ঘটনার বিষয়ে মামলা করার চেষ্টা করলে আসামিরা আমাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখায়। ঘটনার বিষয়ে এলাকার অনেকেই অবগত আছেন। এমতাবস্থায় ঘটনার বিষয়ে সুজন মালিথার পরিবারসহ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থানায় এজাহার দায়ের করতে বিলম্ব হয়।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, বিএনপি কর্মী সুজন হত্যা মামলায় তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করে কুষ্টিয়ায় আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে এসএম তানভীর আরাফাত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে বিএনপির মিছিল সমাবেশ ও প্রচারপত্র বিলি

তারেক জিয়ার নির্দেশ “সবার আগে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিএনপির মিছিল, সমাবেশ ও প্রচারপত্র বিলি কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও মেহেরপুরে-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

এর আগে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক সমাবেসে মাসুদ অরুন বক্তব্য রাখেন। এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

পরে মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয়। সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু করে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘুরে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা হাবিব ইকবাল, আব্দুস সামাদ, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ রাজিব খান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, তৌফিক এলাহীসহ বিএনপি নেতা কর্মী মিছিল ও প্রচার পত্র বিলিতে অংশগ্রহণ নেন।

গাংনীতে এবার ব্যবসায়ীর দোকানে সামনে বো*মা

বোমা বিস্ফোরণের একদিন পর এবার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যবসায়ীর দোাকানের সামনে থেকে দুটি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের দয়েরপাড়া এলাকার রতন আলীর মুদি দোকানের দরজায় ঝোলানো অবস্থায় হাতবোমা দুটি উদ্ধার করেন পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, রতন আলীর দোকানের সামনে মশারির জালের ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা দুটি দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা দু’টি উদ্ধার করেন। এ ধরনের ঘটনায় গ্রামের মানুষ আতঙ্কে রয়েছে।

রতন আলীর বাবা আশরাফুল ইসলাম জানান, ফজরের নামাজ শেষ করে দোকান খুলতে গিয়ে দেখি দোকানের দরজার সাথে একটি মশারির ব্যাগের মধ্যে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রয়েছে। বিষয়টি দ্রুত পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দু’টি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় আমরা পরিবারের সকলে আতঙ্কে রয়েছি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম গিয়ে বোমা দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।